ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ১**

রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা

ভূমিকা

পারদর্শীতা নির্ণয়ের জন্য যেসব পরীক্ষা পদ্ধতি রয়েছে লিখিত পরীক্ষা এদের মধ্যে অন্যতম। লিখিত পরীক্ষাকে আবার প্রধানত নৈর্ব্যক্তিক এবং রচনামূলক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। রচনাধর্মী প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয় জ্ঞান, ভাষা জ্ঞান, বিষয়বস্তু উপস্থাপনের দক্ষতা, বর্ণনার নৈপুণ্য, চিন্তা ধারাকে সুসংবদ্ধ করার ক্ষমতা ইত্যাদি দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে নির্ধারিত সময়ে কমসংখ্যক প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিতভাবে লিখতে হয়। আলোচ্য অধিবেশনে রচনামূলক প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা, রচনামূলক প্রশ্নের সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- রচনামূলক প্রশ্ন বলতে কী বোঝায় -তা বলতে পরবেন।
- উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার রচনামূলক প্রশ্নের বিবরণ দিতে পারবেন।
- রচনামূলক প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- রচনামূলক প্রশ্নের সুবিধা-অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- রচনামূলক প্রশ্নকে উন্নত করার উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- একটি আদর্শ রচনামূলক প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ রচনামূলক প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, প্রথমে নিচের ডান পাশের বক্সটি সাদা কাগজ দিয়ে ঢেকে নিন। এবার রচনামূলক প্রশ্ন বলতে কী বুঝেন তা নিচের ফাঁকা জায়গায় লিখুন। লেখা শেষ হলে কাগজটি সরিয়ে মিলিয়ে দেখুন আপনার ধারণা ঠিক আছে কি না।

যে প্রশ্ন পরীক্ষার্থীকে উত্তরের উপাদান নির্বাচনে, উপাদানগুলোর সুবিন্যাসে এবং সেগুলোর লিখিত উপস্থাপনে স্বাধীনতা দেয় সেই প্রশ্নকে বলা হয় রচনামূলক প্রশ্ন।

রচনাধর্মী প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয় জ্ঞান, ভাষা জ্ঞান, বিষয়বস্তু উপস্থাপনের দক্ষতা, বর্ণনার নৈপুণ্য, চিন্তা ধারাকে সুসংবদ্ধ করার ক্ষমতা ইত্যাদি দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীকে বিস্তারিতভাবে লিখতে হয় এবং তা সমাপ্ত করতে হয় নির্ধারিত সময়ে। এ কারণে রচনামূলক অভীক্ষায় সীমিত সংখ্যক প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। এধরনের অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের উত্তরদানের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা থাকে। উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী তার নিজের যুক্তি ও বিচার শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। এধরনের প্রশ্নে কোন পরীক্ষার্থীকে পূর্ণমান দেয়া হয় না। স্কোরের চরম মানও পরীক্ষকের জানা থাকে না। রচনামূলক প্রশ্নকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা: বিস্তৃত উত্তরমূলক প্রশ্ন ও সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন।

কাজ- ১

বিস্তৃত উত্তরমূলক প্রশ্ন ও সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নের ৫টি করে উদাহরণ দিন।

ক্রমিক	বিস্তৃত উত্তরমূলক প্রশ্ন	সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

পর্ব- খঃ রচনামূলক প্রশ্নে সুবিধা-অসুবিধা এবং রচনামূলক পরীক্ষার উন্নতি বিধানে করণীয়

প্রিয় শিক্ষার্থী, রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়নের ফলে শিক্ষার্থীর লিখবার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞানকে সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের প্রশ্ন তৈরির কাজ তুলনামূলকভাবে সহজ এবং এর দ্বারা বিভিন্ন প্রকার মানসিক ক্ষমতা পরিমাপ করা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীর শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধিতে এবং শব্দের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতেও রচনামূলক প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রচনামূলক প্রশ্নের কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন: উত্তর বিস্তারিতভাবে লেখার সুযোগ থাকায় অনেক সময় শিক্ষার্থীরা কৌশলে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করে নিজের অজ্ঞতা এড়িয়ে যেতে পারে; সীমিত সংখ্যক প্রশ্নের মাধ্যমে সমগ্র সিলেবাসের জ্ঞান পরিমাপ করা সম্ভব হয় না; দীর্ঘ উত্তর পরীক্ষা করতে হয় বলে অনেক সময় শিক্ষার্থীর ভুল পরীক্ষকের অগোচরে থেকে যায়; উত্তরপত্র পরীক্ষণে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব পড়ে; এটি একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

রচনামূলক পরীক্ষার উন্নতি বিধানে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য যথেষ্ট সময় দেয়া প্রয়োজন। বিকল্প প্রশ্ন নির্বাচনের সুযোগ রহিত করে সব শিক্ষার্থীর জন্য সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাধ্যতামূলক করা দরকার। প্রশ্নের ভাষা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যাহা জানো লিখ 'নিজের কথায় ব্যক্ত কর' ইত্যাদির পরিবর্তে 'বর্ণনা দাও' 'ব্যাখ্যা কর' 'বিশ্লেষণ কর' 'মূল্যায়ন কর' ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। রচনামূলক প্রশ্নের খাতা মূল্যায়নের জন্য 'নির্দেশ পত্র' ও 'মডেল উত্তর পত্র' তৈরি করা উচিত। উত্তর পত্রে 'কোড নং' ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন তৈরির সময় শিখনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। প্রশ্নগুলো এমনভাবে করতে হবে যাতে নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভবপর হয়।

কাজ- ২

প্রিয় শিক্ষার্থী, উপরোক্ত নীতিমালা প্রয়োগ করে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে যে কোন বিষয়ের একটি রচনামূলক প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করুন।

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ১**

মূল শিখনীয় বিষয়

রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা

রচনামূলক প্রশ্ন

যে প্রশ্ন পরীক্ষার্থীকে উত্তরের উপাদান নির্বাচনে, উপদানগুলোর সুবিন্যাসে এবং সেগুলোর লিখিত উপস্থাপনে স্বাধীনতা দেয় সেই প্রশ্নকে বলা হয় রচনামূলক প্রশ্ন। রচনাধর্মী প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয় জ্ঞান, ভাষা জ্ঞান, বিষয়বস্তু উপস্থাপনের দক্ষতা, বর্ণনার নৈপুণ্য, চিন্তা ধারাকে সুসংবদ্ধ করার ক্ষমতা ইত্যাদি দক্ষতা পরিমাপ করা হয়।

রচনামূলক প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য

- রচনামূলক প্রশ্নের উদ্দেশ্য সরাসরি বিষয় জ্ঞান পরিমাপের চেয়ে অন্যান্য জটিল লিখনবদ্ধ বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করে।
- একটি প্রশ্নের মাধ্যমে অনেকগুলো শিখনফল লাভ করা যায় বলে মাত্র কয়েকটি (৭/৮টি) প্রশ্নের সাহায্যে একটি পূর্ণাঙ্গ অভীক্ষা তৈরি করা যায়।
- এধরনের অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের উত্তরদানের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা থাকে।
- উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী তার নিজের যুক্তি ও বিচার শক্তি প্রয়োগ করতে পারে।
- এ ধরনের অভীক্ষায় পরীক্ষক পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রভাব আরোপ করেন এবং এতে অভীক্ষার মান নির্ণয়ে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়।
- রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরদানে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই এর সাহায্যে পরীক্ষার্থীদের লেখার গতিও পরিমাপ করা যায়।
- এধরনের প্রশ্নে কোন পরীক্ষার্থীকে পূর্ণমান দেয়া হয় না। স্কোরের চরম মানও পরীক্ষকের জানা থাকে না।

রচনামূলক প্রশ্নের প্রকারভেদ

রচনামূলক প্রশ্নকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা:

(১) বিস্তৃত উত্তরমূলক প্রশ্ন ও
(২) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন।

১। বিস্তৃত উত্তরমূলক প্রশ্ন

এ ধরনের প্রশ্নে সমস্যাটির বিষয়বস্তু বিশদ হয়, উত্তরটি বিস্তারিতভাবে দেয়ার প্রয়োজন হয়, শিক্ষার্থী তার উত্তরে বর্ণনার নৈপুন্য, যৌক্তিকতা, উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি প্রকাশ করতে পারে এবং নিজের বিবেচনা অনুযায়ী উত্তরটি সুসজ্জিত করতে পারে।

উদাহরণ:

১। আসমানী কবিতাটির সারাংশ লিখ।
২। বাংলাদেশের জলবায়ুর বিবরণ দাও।
৩। "পরিবার মানব জীবনের শাশ্বত বিদ্যালয়" উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

এ ধরনের প্রশ্নপত্রে বিষয়বস্তু এবং পরীক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করা হয় অর্থাৎ প্রশ্নের বর্ণিত সমস্যাটিকে অপেক্ষাকৃত ছোট করে বিষয়বস্তুকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রশ্নের অন্তর্গত নির্দেশনার দ্বারা প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ জাতীয় অভীক্ষায় প্রশ্ন থাকে বেশি এবং উত্তর হয় সংক্ষিপ্ত।

উদাহরণ:

১। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম লিখ।
২। কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে কী বোঝায়?
৩। রচনামূলক প্রশ্নের নীতিমালার আলোকে তিনটি সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন তৈরি কর।

রচনামূলক প্রশ্নের সুবিধা

১। শিক্ষার্থীর লিখবার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
২। কোন একটি বিষয়ে নিজের জ্ঞানকে সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
৩। বিভিন্ন প্রকার মানসিক ক্ষমতা পরিমাপ করা সম্ভব হয়।
৪। প্রশ্ন তৈরির কাজ তুলনামূলকভাবে সহজ।
৫। শিক্ষার্থীর আংশিক নম্বর পাওয়ার সুযোগ থাকে।
৬। শব্দভান্ডার বৃদ্ধিতে এবং শব্দের সঠিক ব্যবহার জানতে সহায়তা করে।
৭। বর্ণনার নৈপুন্য অর্জনে সাহায্য করে।

রচনামূলক প্রশ্নের অসুবিধা

১। লেখার দক্ষতা না থাকলে অনেক সময় বিষয় জ্ঞানের পরিমাপ সঠিক হয় না।
২। উত্তর বিস্তারিতভাবে লেখার সুযোগ থাকায় অনেক সময় শিক্ষার্থীরা কৌশলে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করে নিজের অজ্ঞতা এড়িয়ে যেতে পারে।
৩। সীমিত সংখ্যক প্রশ্নের মাধ্যমে সমগ্র সিলেবাসের জ্ঞান পরিমাপ করা যায় না।

৪। দীর্ঘ উত্তর পরীক্ষা করতে হয় বলে অনেক সময় শিক্ষার্থীর ভুল পরীক্ষকের অগোচরে থেকে যায়।
৫। উত্তরপত্র পরীক্ষণে পরীক্ষকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরে প্রভাব বিস্তার করে।
৬। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর যাচাইয়ের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন, এ কারণে কাজটি ব্যয়বহুল।
৭। পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল নির্ধারণের কাজ সময় সাপেক্ষ।

রচনামূলক পরীক্ষার উন্নতি বিধানে করণীয়

- প্রশ্নের ভাষা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
- বর্ণনামূলক প্রশ্নের চেয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন করা ভাল।
- প্রশ্নপত্রে প্রশ্নগুলোকে কাঠিন্যের ক্রম অনুসারে সাজাতে হবে।
- প্রশ্নপত্র তৈরি করার সময় যথেষ্ট সময় দিতে হবে।
- বিকল্প প্রশ্ন নির্বাচনের সুযোগ রহিত করে সব শিক্ষার্থীর জন্য সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- 'যাহা জানো লিখ' নিজের কথায় ব্যক্ত কর' ইত্যাদির পরিবর্তে 'বর্ণনা দাও' 'ব্যাখ্যা কর' 'বিশ্লেষণ কর' 'মূল্যায়ন কর' ইত্যাদি ব্যবহার করা ভাল।
- রচনামূলক প্রশ্নের খাতা মূল্যায়নের জন্য 'নির্দেশ পত্র' ও 'মডেল উত্তর পত্র' তৈরি করা উচিত।
- উত্তর পত্রে 'কোড নং' ব্যবহার করতে হবে।
- প্রশ্ন তৈরির সময় শিখনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।
- প্রশ্নগুলো এমনভাবে করতে হবে যাতে নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভবপর হয়।
- প্রশ্নের উত্তরের সীমা বা বিস্তৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত নির্দেশনা দিতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করতে হবে।

মূল্যায়ন

১। রচনামূলক প্রশ্ন বলতে কী বোঝায়?
২। বিভিন্ন প্রকার রচনামূলক প্রশ্নের বিবরণ দিন।
৩। রচনামূলক প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৪। রচনামূলক প্রশ্নের সুবিধা-অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করুন।
৫। রচনামূলক প্রশ্নকে উন্নত করার উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ২**

বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র বা অভীক্ষা

ভূমিকা

যে অভীক্ষা বা প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী এবং পরীক্ষক উভয়ের ব্যক্তিগত প্রভাব মুক্ত রেখে কার্যকর মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় তাকে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বলে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর নির্দিষ্ট এবং উত্তরদানের পদ্ধতিও নির্দিষ্ট। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করার সময় শিক্ষকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা পছন্দ-অপছন্দের জন্য নম্বরের কোন তারতম্য হয় না। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এদের মধ্যে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন অন্যতম। বহু নির্বাচনী প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা যাচাই করতে সক্ষম। এতে বিশেষভাবে চার ধরনের দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত থাকে, যথা: জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ এবং কয়েক ধরনের দক্ষতার সমষ্টি (বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন) যাকে উচ্চতর দক্ষতার সমষ্টিও বলা হয়। বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য বহুনির্বাচনী ও রচনামূলক উভয় প্রকার অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের উভয় প্রকার প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী পাঠে রচনামূলক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধিবেশনে বহুনির্বাচনী প্রশ্নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- বহু নির্বাচনী প্রশ্নের নীতিমালা উল্লেখ করতে পারবেন।
- বহু নির্বাচনী প্রশ্নের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বহু নির্বাচনী প্রশ্নপত্র তৈরির জন্য নির্দেশক ছক (Table of Specification) প্রস্তুত করতে পারবেন।
- উত্তম বহু নির্বাচনী প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নীতিমালা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নিচের প্রশ্নের সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন।

শেষের কবিতা কোন ধরনের রচনা?

ক) কবিতা
খ) উপন্যাস
গ) কাব্য
ঘ) প্রবন্ধ

হ্যাঁ বন্ধুরা, 'শেষের কবিতা' বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি জনপ্রিয় উপন্যাস।

প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, আপনারা কি বলতে পারেন এটি কোন ধরনের প্রশ্ন? বন্ধুরা, এটি একটি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন। যে প্রশ্নে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একটি সমস্যা ও সাধারণত তার ৪টি সম্ভাব্য উত্তর দেয়া থাকে শিক্ষার্থীরা সম্ভাব্য উত্তরের তালিকা থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে থাকে তাকে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন বলে। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের মূল অংশে একটি সরাসরি প্রশ্ন বা অসম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে প্রশ্নের মূল অংশ অর্থপূর্ণ হলে ভাল হয়। প্রশ্নের মূল অংশের ভাষা হবে সহজ ও সংক্ষিপ্ত। এ ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন না হলে প্রশ্নের মূল অংশে না-বোধক বাক্য ব্যবহার করা উচিত নয়। যেসব ক্ষেত্রে না-বোধক শব্দ ব্যবহার করে প্রশ্ন করতে হয় সেসব ক্ষেত্রে না-বোধক শব্দটিকে জোর দেবার জন্য তার নিচে দাগ টেনে দিতে হবে অথবা বড় অক্ষরে লিখতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের যেন একটি মাত্র সঠিক বা উত্তম উত্তর (Best Answer) থাকে। প্রশ্নে প্রদত্ত বিকল্প উত্তরগুলো (Alternatives) প্রশ্নের মূল অংশের (Stem) সঙ্গে ব্যাকরণগত দিক দিয়ে শুদ্ধ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বিচলকগুলো এমনভাবে রচনা করতে হবে যেন শিক্ষার্থীর নিকট আকর্ষণীয় ও আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়। প্রত্যেক আইটেমের জন্য কমপক্ষে ৪টি বিকল্প উত্তর থাকা উচিত। আইটেমগুলো পরস্পর স্বাধীন থাকবে। তারা যেন একে অপরের ওপর নির্ভরশীল না হয়। অর্থাৎ একটি আইটেমের উত্তর যেন পরবর্তী আইটেমের উত্তর দিতে সাহায্য না করে।

কাজ- ১

উপরোক্ত নীতিমালার আলোকে দশম শ্রেণীর যে কোন বিষয়ের ২৫টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র তৈরি করুন এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল ক্লাসে টিউটরকে দেখিয়ে সংশোধন করে নিন। অথবা সহপাঠীদের তৈরি কাজের সাথে মিলিয়ে নিজের দক্ষতার উন্নয়ন করুন।

পর্ব- খঃ বহুনির্বাচনী অভীক্ষার সুবিধা ও অসুবিধা

প্রিয় শিক্ষার্থী, বহুনির্বাচনী প্রশ্নের বেশকিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। সুবিধাগুলো হলঃ এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর পরিমাপ করা যায়, বিকল্প উত্তরের সংখ্যা বেশি থাকায় অনুমানে উত্তরদানের প্রবণতা কমে যায়, এ জাতীয় প্রশ্নের দ্বারা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের যেসব ত্রুটি আছে তা দূর করা সম্ভব, এ জাতীয় প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশেষভাবে কোন প্রতিক্রিয়া করার মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেনা, এ ধরনের প্রশ্নে ভুল উত্তর নির্বাচন করলে ভুলের প্রকৃতি জেনে সংশোধনের ব্যবস্থা করা সম্ভব, এ ধরনের প্রশ্নে শুধু ভুল উত্তর চিহ্নিত করলেই চলে না, সঠিক উত্তরটিও শিক্ষার্থীকে জানতে হয় ইত্যাদি।

বহুনির্বাচনী অভীক্ষার অসুবিধাগুলো হলঃ এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে না পারলেও শুধুমাত্র সনাক্ত করার কারণে পূর্ণ নম্বর প্রদান করা হয়, এর সাহায্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতামূলক আচরণ পরিমাপ করা যায় না, কোন সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাস্তবতার পরিবর্তে

শুধুমাত্র কাগজ-কলম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়, এর সাহায্যে ভাষার দক্ষতা ও বিষয়বস্তু সুসংবদ্ধভাবে উপস্থাপন করার ক্ষমতা অন্যান্য অভীক্ষার মত সনাক্ত করা যায় না ইত্যাদি।

কাজ- ১

প্রিয় শিক্ষার্থী, বহুনির্বাচনী প্রশ্নের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করে পোস্টার পেপারে লিখুন।

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ২**

মূল শিখনীয় বিষয়
বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্র বা অভীক্ষা

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার একটি জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত ধরন। যে ধরনের প্রশ্নে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একটি সমস্যা ও তার ৩/৪টি সম্ভাব্য উত্তর দেয়া থাকে এবং শিক্ষার্থীরা সম্ভাব্য তালিকা থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে তাকে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন বলে। এ জাতীয় প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা যাচাই করতে সক্ষম। এতে বিশেষভাবে চার ধরনের দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত থাকে, যথা: জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ এবং কয়েক ধরনের দক্ষতার সমষ্টি (বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন), যাকে উচ্চতর দক্ষতার সমষ্টি ও বলা হয়।

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা গঠনের জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে:

১। নির্দেশক ছক (Table of Specifications) গঠন।

২। প্রাথমিক আইটেম বা প্রশ্ন প্রণয়ন।

৩। ট্রাই আউটের মাধ্যমে প্রশ্ন পরিমার্জন।

৪। চূড়ান্ত প্রশ্ন নির্বাচন ও কাঠিন্য মাত্রা অনুযায়ী সাজানো।

৫। অভীক্ষার নির্দেশপত্র প্রণয়ন।

৬। মূল্যায়নের জন্য উত্তরপত্র (Answer Key) প্রস্তুতকরণ।

নির্দেশক ছক (Table of Specification)

উদ্দেশ্য / বিষয়বস্তু	জ্ঞান	অনুধাবন	প্রয়োগ	বিশ্লেষণ	সংশ্লেষণ	মূল্যায়ন	মোট প্রশ্ন
জীব জগত	৩	৩	১	১	-	-	৮
মাটি	৪	৩	১	১	-	১	১০
পানি	৪	৩	২	১	১	১	১২
বায়ু	৫	৪	১	১	১	-	১২
বিদ্যুৎ শক্তি	৪	২	১	১	-	-	৮
মোট	২০	১৫	৬	৫	২	২	৫০

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের (MCQ) উদাহরণ

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের প্রধানত দুটি অংশ থাকে। মূল অংশে (STEM) থাকে একটি প্রশ্ন বা সমস্যা এবং নিচে ৪/৫ টি বিকল্প উত্তর (Alternatives or options) দেওয়া থাকে। এই বিকল্প উত্তরগুলোর মধ্যে একটি মাত্র উত্তর সঠিক (Key) বা সর্বোত্তম এবং বাকিগুলো ভুল উত্তর (Distracter)।

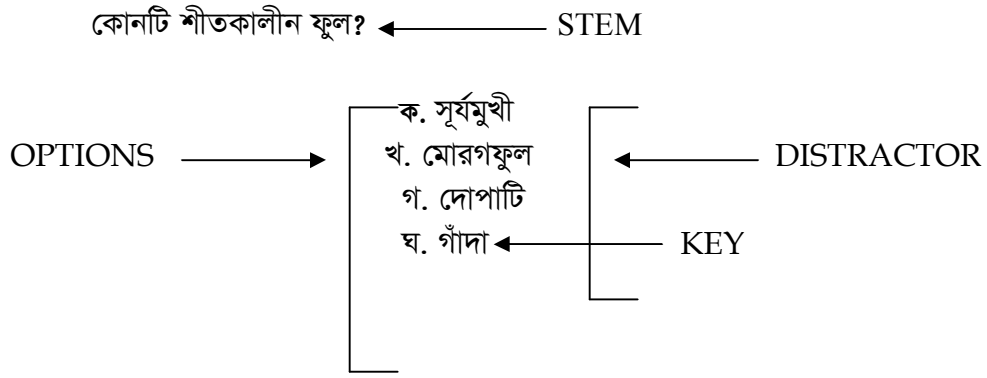

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নীতিমালা

১। প্রশ্নের মূল অংশে একটি সরাসরি প্রশ্ন বা অসম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে প্রশ্নের মূল অংশ অর্থপূর্ণ হলে ভাল হয়। উদাহরণ:

দুর্বল প্রশ্ন	উত্তম প্রশ্ন
'চোখের বালি' উপন্যাসটির লেখক- * (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) জসীম উদ্দীন (ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়	'চোখের বালি' উপন্যাসটি লিখেছেন কে? (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী নজরুল ইসলাম (গ) জসীম উদ্দীন (ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়

২। সমস্যাটিকে সুস্পষ্ট করার জন্য যতটুকু তথ্য দরকার ঠিক ততটুকুই প্রশ্নের মূল অংশে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ প্রশ্নের মূল অংশের ভাষা হবে সহজ, সংক্ষিপ্ত ও অতিরিক্ত জটিল শব্দের ব্যবহার থেকে মুক্ত।

দুর্বল প্রশ্ন	উত্তম প্রশ্ন
দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়শীল দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কোনটি? (ক) ১৬ ডিসেম্বর * (খ) ২৬ মার্চ (গ) ২১ ফেব্রুয়ারী (ঘ) ২৫ মার্চ	বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কোনটি? (ক) ১৬ ডিসেম্বর *(খ) ২৬ মার্চ (গ) ২১ ফেব্রুয়ারী (ঘ) ২৫ মার্চ

৩। একান্ত প্রয়োজন না হলে প্রশ্নের মূল অংশে না-বোধক বাক্য ব্যবহার করা উচিত নয়। না-বোধক প্রশ্নের চেয়ে হ্যাঁ-বোধক প্রশ্ন দ্বারা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ শিখন উদ্দেশ্য পরিমাপ করা সম্ভব হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ শিখন ফল পরিমাপের জন্য না-বোধক শব্দ ব্যবহার করে প্রশ্ন করতে হয়। সেক্ষেত্রে না-বোধক শব্দটিকে জোর দেবার জন্য তার নিচে দাগ টেনে দিতে হবে অথবা বড় অক্ষরে লিখতে হবে।

দুর্বল প্রশ্ন	উত্তম প্রশ্ন
কোন্‌টি সংক্রামক রোগ নয়? (ক) কলেরা (খ) বসন্ত (গ) যক্ষ্মা *(ঘ)এইডস্	কোন্‌টি সংক্রামক রোগ নয়? (ক) কলেরা (খ) বসন্ত (গ) যক্ষ্মা *(ঘ) এইডস্

৪। প্রত্যেক প্রশ্নের যেন একটি মাত্র সঠিক বা উত্তম (best answer) উত্তর থাকে। প্রশ্নে প্রদত্ত বিকল্প উত্তরগুলো (alternatives) প্রশ্নের মূল অংশের (Stem) সঙ্গে ব্যাকরণগত দিক দিয়ে শুদ্ধ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

দুর্বল প্রশ্ন	উত্তম প্রশ্ন
নিচের কোন্‌টি উপন্যাস? * (ক) শেষের কবিতা * (খ) গোরা (গ) অগ্নিবীণা (ঘ) সমাপ্তি	নিচের কোন্‌টি উপন্যাস? *(ক) শেষের কবিতা (খ) হৈমন্তি (গ) অগ্নিবীণা (ঘ) সমাপ্তি

৫। সঠিক উত্তর নির্বাচন অথবা ভুল বিকল্প বর্জন করার ব্যাপারে প্রশ্নে যেন কোন সংকেত (Clue) প্রদত্ত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

দুর্বল প্রশ্ন	উত্তম প্রশ্ন
সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে দীন-ই-এলাহী ধর্ম চালু করেন কে? *(ক) সম্রাট আকবর (খ) মির্জা রহিম (গ) ফৈজী (ঘ) আব্দুল আজিজ কোকতাল	দীন-ই-এলাহী ধর্ম চালু করেন কে? * (ক) সম্রাট আকবর (খ) মির্জা রহিম (গ) ফৈজী (ঘ) আব্দুল আজিজ কোকতাল

৬। বিচলকগুলো এমনভাবে রচনা করতে হবে যেন শিক্ষার্থীর নিকট আকর্ষণীয় ও আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়। বিচলকগুলো আকর্ষণীয় ও আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত করে তোলার জন্য আপনি নিচের নিয়মগুলো অনুসরণ করতে পারেন।

- শিক্ষার্থীরা সাধারণত যে সব ভুল করে সেগুলোকে বিচলক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- শিক্ষার্থীদের ভাষায় বিকল্পগুলোকে লিখতে হবে।
- সঠিক উত্তর এবং বিচলক লেখার ক্ষেত্রে 'good–sounding' বা শ্রুতি মধুর শব্দ ব্যবহার করতে হবে।
- শব্দের দৈর্ঘ্য ও জটিলতা উভয় দিক থেকেই বিচলক ও সঠিক উত্তর সমার্থক হবে।
- বিকল্প যেন সমজাতীয় (Homogeneous) হয়।

৭। সঠিক উত্তরটি যেন বিচলকগুলোর চেয়ে দৈর্ঘ্যে ছোট বা বড় না হয়। আইটেম লেখার সময় বিকল্প উত্তরগুলো দৈর্ঘ্য যতদুর সম্ভব সমান রাখা উচিত।

দুর্বল প্রশ্ন	উত্তম প্রশ্ন
নিচের কোন্‌টি কাজ? (ক) দুই ঘণ্টা অধ্যয়ন (খ) মুক্ত হাওয়া খাওয়া (গ) আকাশে তারা দেখা *(ঘ) জিনিসপত্র ভর্তি ১০ কেজি ওজনের একটি বস্তা দোতলায় উঠানো	নিচের কোন্‌টি কাজ? (ক) দুই ঘণ্টা যাবৎ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন (খ) দীর্ঘ সময় ধরে ছাদে বসে মুক্ত হাওয়া খাওয়া (গ) প্রফুল্ল চিত্তে আকাশের তারা গণনা করা *(ঘ) ১০ কেজি ওজনের একটি বস্তা দোতলায় উঠানো

৮। 'উপরের সবগুলো' বা 'উপরের কোনটিই নয়' এ ধরনের বিকল্প এড়িয়ে চলুন।

দুর্বল প্রশ্ন	উত্তম প্রশ্ন
কোন্‌টি রাষ্ট্রের উপাদান? (ক) সমাজ (খ) পরিবার (গ) গোষ্ঠী * (ঘ) কোন্‌টিই নয়	কোন্‌টি রাষ্ট্রের উপাদান? (ক) সমাজ (খ) পরিবার (গ) গোষ্ঠী * (ঘ) জনসমষ্টি

৯। প্রত্যেক আইটেমের জন্য কমপক্ষে ৪টি বিকল্প উত্তর থাকা উচিত। বিকল্পের সংখ্যা ৫ টির কম হলে 'আন্দাজে উত্তরের শুদ্ধিকরণ সূত্র' ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর নম্বর সংশোধন করার দরকার হয়।

সূত্রটি হল: $S = R - \frac{W}{N-1}$

S = সংশোধিত নম্বর (Score corrected) বা প্রকৃত নম্বর।

R = নির্ভুল উত্তরের সংখ্যা (Number of right answers)

W = ভুল উত্তরের সংখ্যা (Number of wrong answers)

N = প্রত্যেক আইটেমের সাথে প্রদত্ত বিকল্প উত্তরের সংখ্যা (Number of alternatives)

১০। আইটেমগুলো পরস্পর স্বাধীন থাকবে। তারা যেন একে অপরের ওপর নির্ভরশীল না হয়। অর্থাৎ একটি আইটেমের উত্তর যেন পরবর্তী আইটেমের উত্তর দিতে সাহায্য না করে।

বহুনির্বাচনী অভীক্ষার সুবিধা

১। এধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর পরিমাপ করা যায়।
২। বিকল্প উত্তরের সংখ্যা বেশি থাকায় অনুমানে উত্তরদানের প্রবণতা কমে যায়।
৩। এ জাতীয় প্রশ্নের দ্বারা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের যেসব ত্রুটি আছে তা দূর করা সম্ভব।
৪। এ জাতীয় প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশেষভাবে কোন প্রতিক্রিয়া করার মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেনা।
৫। এ ধরনের প্রশ্নে ভুল উত্তর নির্বাচন করলে ভুলের প্রকৃতি জেনে সংশোধনের ব্যবস্থা করা সম্ভব।
৬। এ ধরনের প্রশ্নে শুধু ভুল উত্তর চিহ্নিত করলেই চলে না, সঠিক উত্তরটিও শিক্ষার্থীকে জানতে হয়।

বহুনির্বাচনী অভীক্ষার অসুবিধা

- এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে না পারলেও শুধুমাত্র সনাক্ত করার কারণে পূর্ণ নম্বর প্রদান করা হয়।
- এর সাহয্যে কেবলমাত্র বুদ্ধি সংক্রান্ত আচরণ পরিমাপ করা যায়, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতামূলক আচরণ পরিমাপ করা যায় না।
- কোন সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাস্তবতার পরিবর্তে শুধুমাত্র কাগজ-কলম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়।
- এর সাহায্যে ভাষার দক্ষতা ও বিষয়বস্তু সুসংবদ্ধভাবে উপস্থাপন করার ক্ষমতা অন্যান্য নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার মত সনাক্ত করা যায় না।
- অনেক সময় সমধর্মী বিকল্প উত্তর সংগ্রহ করা কঠিন হয়।

মূল্যায়ন

১। বহু নির্বাচনী প্রশ্নের নীতিমালা উল্লেখ করুন।
২। বহু নির্বাচনী প্রশ্নের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করুন।
৩। বহু নির্বাচনী প্রশ্নপত্র তৈরির জন্য নির্দেশক ছক (Table of Specification) প্রস্তুত করুন।
৪। মাধ্যমিক স্তরের যে কোন বিষয়ের ২৫টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি বহু নির্বাচনী প্রশ্নপত্র তৈরি করুন।

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ৩**

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

ভূমিকা

লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন এদের মধ্যে অন্যতম। পরীক্ষাকে অধিক অর্থবহ এবং উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ থাকে যা দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা পরিমাপ করা যায়। প্রশ্নের অংশগুলো সহজ থেকে কঠিন দক্ষতার ক্রমানুসারে সাজানো থাকে। এ ধরনের প্রশ্নে নম্বর নির্দিষ্ট থাকে এবং নম্বর প্রদানের নির্দেশনা অনুযায়ী নম্বর প্রদান করা হয়। ফলে প্রশ্নের নৈর্ব্যক্তিকতা নিশ্চিত করা যায়। আলোচ্য অধিবেশনে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের কাঠামো, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের সুবিধা, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহারের কারণ, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের নমুনা উত্তর প্রদান নির্দেশিকা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন কী তা বলতে পারবেন।
- কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের গঠন কৌশল উল্লেখ করতে পারবেন।
- কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের সুবিধা আলোচনা করতে পারবেন।
- কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নমুনা উত্তর ও নম্বর প্রদান নির্দেশিকা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের কাঠামো ও কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের সুবিধা

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসুন এবং লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন সম্পর্কে দুই মিনিট চিন্তা করুন। এবার লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন কত প্রকার এবং কী কী তা নিচের নিচের ফাঁকা জায়গায় লিখুন।

হ্যাঁ বন্ধুরা, লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নকে রচনাধর্মী, কাঠামোবদ্ধ ও নৈর্ব্যক্তিক এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বাংলাদেশে রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ব্যবহার দীর্ঘ দিন থেকে চলে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন বলতে বোঝায়, যে প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট কাঠামোর আওতায় শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হয়। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের শুরুতে একটি দৃশ্যকল্প বা ঘটনা পরম্পরা বর্ণনা করা হয়। এই দৃশ্যকল্প মৌলিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ সময়ে এতে বিশেষ পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয় এবং তা চিত্র, ডায়াগ্রাম, সারণী, চার্ট, লিখিত বর্ণনা ইত্যাদির মাধ্যমে দেয়া যেতে পারে। বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হয় (সাধারণত ছয় লাইনের মত) এবং তা পাঠ করার জন্য শিক্ষার্থীকে আলাদা ভাবে সময় দেয়া হয়। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের একাধিক অংশ থাকে এবং প্রত্যেক অংশের জন্য আলাদাভাবে নম্বর নির্দিষ্ট থাকে। নম্বর প্রদানের নির্দেশনা অনুযায়ী নম্বর প্রদান করা হয়। নম্বর প্রদানে নৈর্ব্যক্তিকতা নিশ্চিত করা হয়। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন হয় মৌলিক এবং প্রতিটি প্রশ্ন সহজ থেকে কঠিন দক্ষতার ক্রমানুসারে সাজানো হয়।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন দিয়ে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা যাচাই করা যায়। শিক্ষাক্রমের সহজ এবং কঠিন অংশের উত্তর দিতে শিক্ষার্থীরা কতটা পারদর্শী- তা যাচাই করা যায়। এ ধরনের প্রশ্নপত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্ন বাছাই করার সুযোগ থাকে।

কাজ- ১

প্রিয় শিক্ষার্থী, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের সমন্বয়ে আপনার বিষয়ের একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করুন এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল ক্লাসে সতীর্থদের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে প্রশ্নপত্রটি সংশোধনের মাধ্যমে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করুন।

পর্ব- খঃ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের সুবিধা এবং নমুনা উত্তর নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রিয় শিক্ষার্থী, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নগুলো শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এই প্রশ্নের মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষার্থীরা পূর্ণ নম্বর পেতে পারে, ফলে সহজেই শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয়। মূল্যায়নে নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা সম্ভব হওয়ার কারণে তা অধিক নির্ভরযোগ্য হয়। প্রায়োগিক দিককে লিখিত পরীক্ষার আওতায় আনা যায়। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সুসামঞ্জস্য বিধান করা যায়। এসব কারণেই কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপ্রণেতা প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সাথে সাথে তার সম্ভাব্য উত্তরও লিখে দিবেন। প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী মডারেটর এবং প্রধান পরীক্ষককে নম্বর প্রদানের পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা প্রদান করবেন। সেই নির্দেশিকায় প্রতিটি নম্বর বণ্টনের জন্য উত্তর দেয়া থাকবে।

কাজ- ২

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহারের কারণগুলো একটি পোস্টার পেপারে লিখুন এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল ক্লাসে সতীর্থদের সাথে আলোচনা করুন।

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ৩**

মূল শিখনীয় বিষয়
কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন বলতে বোঝায়, যে প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট কাঠামোর আওতায় শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হয়। প্রত্যেকটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে একটি দৃশ্যকল্প বা ঘটনা পরম্পরা বর্ণনা করা থাকে এবং তার উপর ভিত্তি করে চিন্তন দক্ষতার স্তর অনুযায়ী ৪টি প্রশ্ন করা হয়। প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেয়া সহজ। পরবর্তী প্রশ্নগুলো ক্রমশ কঠিন। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তন দক্ষতার স্তর সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। তাই কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে চিন্তন দক্ষতার স্তর সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হল।

চিন্তন দক্ষতার স্তর

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার ৪টি স্তর মূল্যায়ন করা হয়। এই ৪টি স্তর হচ্ছে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা। এই ৪টি অংশে চিন্তন দক্ষতার ৪টি স্তর অনুযায়ী প্রশ্ন করা হয়। কাঠিন্যের মাত্রা অনুযায়ী চিন্তন দক্ষতার স্তরগুলো নিম্নরূপ সাজানো হয়।

১। **জ্ঞানের স্তরঃ** এর অর্থ হচ্ছে পূর্বের অভিজ্ঞতা স্মরণ করা। এটি হল দক্ষতার সর্বনিম্ন স্তর। এর মধ্যে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো সাধারণ শব্দ ও প্রত্যয়সমূহ, বিশেষ তথ্য, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং নীতিমালা স্মরণ করা বা চিনতে পারা।

২। **অনুধাবন দক্ষতার স্তরঃ** অনুধাবন দক্ষতা বলতে বোঝায় কোন বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। যেমন- তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি বুঝতে পারা। বুঝতে পারলে তা ব্যাখ্যা করা কিংবা মৌখিকভাবে বা প্রতীক, গ্রাফ, সারণী ও চিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।

৩। **প্রয়োগ দক্ষতার স্তরঃ** প্রয়োগ বলতে বোঝায় পূর্বের অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবনকে কাজে লাগিয়ে তা ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন। নিয়ম, বিধি, তত্ত্ব, পদ্ধতি, প্রত্যয়, নীতিমালা

ইত্যাদি প্রয়োগ করতে পারা। এছাড়া চার্ট, গ্রাফ তৈরি, পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার/প্রদর্শন এবং হিসাব করতে পারা। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্য বইয়ে পাওয়া যায় না।

৪। **উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার স্তর:** উচ্চতর দক্ষতা বলতে কোনো বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এবং বিচার-বিবেচনার দক্ষতাকে বোঝায়। উচ্চতর দক্ষতার আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ হল বিভিন্ন ধরনের একগুচ্ছ তথ্য সংগঠিত করা ও তথ্যগুলোর মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা ধারণা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি কাঠামো বা নকশা তৈরি করা। মতামত, কাজ, সমাধান এবং পদ্ধতির মান বিচার করা। এটি চিন্তন দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের গঠন কৌশল

১। সকল কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন একটি দৃশ্যকল্প (Scenario/Stem) দিয়ে শুরু হয়।

২। এই দৃশ্যকল্প হবে মৌলিক, পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি এই দৃশ্যকল্প থাকবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এতে বিশেষ পরিস্থিতি বর্ণনা করা হবে এবং তা হতে পারে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর আলোকে সংবাদপত্র থেকে নেয়া কোন তথ্য অথবা বিষয় সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, চিত্র, ডায়াগ্রাম, সারণী, চার্ট ইত্যাদি।

৩। দৃশ্যকল্পটি শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হতে হবে। এটি কয়েকটি ধারণার সমন্বয়ে প্রণীত হওয়া চাই যার উপর নির্ভর করে প্রশ্ন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়।

৪। প্রশ্ন প্রণেতা অথবা শিক্ষক অবশ্যই দৃশ্যকল্পটি আকর্ষণীয় এবং সহজে বোধগম্য করে প্রণয়ন করবেন।

৫। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের ৪টি অংশ থাকবে। অংশগুলো হচ্ছে (ক), (খ), (গ) এবং (ঘ)। 'ক' অংশের জন্য ১ নম্বর, 'খ' অংশের জন্য ২ নম্বর, 'গ' অংশের জন্য ৩ নম্বর এবং ঘ' অংশের জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। শিক্ষার্থীরা পরিস্কারভাবে বুঝতে পারবে সবশেষের অংশটিতেই সবচেয়ে বেশি নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। বেশিরভাগ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের নমুনা নিম্নরূপ:

দৃশ্যকল্প:

ক. জ্ঞান দক্ষতা যাচাই ১ নম্বর

খ. অনুধাবন দক্ষতা যাচাই ২ নম্বর

গ. প্রয়োগ দক্ষতা যাচাই ৩ নম্বর

ঘ. উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা যাচাই ৪ নম্বর

৬। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল পরিচ্ছেদ/অংশকে প্রতিফলিত করে কয়েকটি অংশের সমন্বয়ে প্রণীত হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যেন প্রতি বিষয়ের সমগ্র শিক্ষাক্রমের উপর গুরুত্ব দেন এবং কোনো অংশ বাদ দেয়ার সুযোগ না নিতে পারেন।

৭। প্রত্যেক কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন, দক্ষতার কাঠিন্যের ক্রম অনুযায়ী লেখা হয়। অংশ (ক) জ্ঞান স্তর (তথ্য স্মরণ করা) যাচাই করে। অংশ (খ) অনুধাবন স্তর (বিষয়বস্তু বুঝেছে কিনা) যাচাই করে। অংশ (গ) প্রয়োগ স্তর (অনুধাবন করা ধারণাকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারে কিনা) যাচাই করে। ফলে এই অংশের উত্তর পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি পাওয়া যায় না। অংশ (ঘ) উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার স্তর (কোনো বিষয় বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ বা মূল্যায়ন করার দক্ষতা) যাচাই করে।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের সুবিধাসমূহ

১। একটি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, অনুধাবন, দক্ষতা ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা যায়।

২। প্রশ্নগুলো শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

৩। নম্বর প্রদান নৈর্ব্যক্তিক হয়।

৪। প্রায়োগিক দিককে লিখিত পরীক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়।

৫। শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের সবলতা ও দুর্বলতা যাচাই করা যায়।

৬। শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার উন্নয়ন করা যায়।

৭। শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক পার্থক্য বিচার করা যায়।

৮। শিক্ষার্থী যেন পরীক্ষায় শূন্য না পায় সেজন্য সাহায্য করা যায়।

নমুনা উত্তর নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন এবং তার সম্ভাব্য উত্তরও লিখে দিবেন। প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী মডারেটর এবং প্রধান পরীক্ষককে নম্বর প্রদানের পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা প্রদান করবেন। সেই নির্দেশিকায় প্রতিটি নম্বর বণ্টনের জন্য উত্তর দেয়া থাকবে।

মূল্যায়ন

১। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন বলতে কী বোঝায়?

২। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের গঠন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

৩। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করুন।

৪। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহারের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ৪**

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন প্রণয়ন

ভূমিকা

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ নিশ্চিতকরণ তথা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দক্ষতা ভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন একটি জটিল কাজ। এর জন্য প্রয়োজন কার্যকর প্রশিক্ষণ। এ গুরত্ব উপলব্ধি করেই মাধ্যমিক বি এড প্রোগ্রামের সিলেবাসে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন প্রণয়ন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অধিবেশনে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। এই অধিবেশনে প্রশিক্ষকের সহায়তায় কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে বা ব্যবহারিকভাবে দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালানো হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশেন শেষে আপনি-

- নিজ নিজ শিক্ষণীয় বিষয়ের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবেন।
- সতীর্থদের প্রণীত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের দুর্বলতাগুলোকে সনাক্ত করতে পারবেন এবং তা সংশোধন করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন প্রণয়নে অনুসৃত কৌশল ও উদাহরণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য-

- কোনো দৃশ্যকল্প প্রশ্নের সূচনা হিসেবে লিখুন। পাঠ্য বইয়ের কোন অংশ সরাসরি তুলে দেয়া যাবে না। এবার দৃশ্যকল্পকে ভিত্তি করে প্রশ্ন প্রণয়ন করুন।

- প্রথম প্রশ্নটি হবে স্মৃতিনির্ভর। এই প্রশ্নটি এমনভাবে করুন যাতে শিক্ষার্থী স্মৃতিকে ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তক থেকে উত্তরটি দিতে পারে।

- দ্বিতীয় প্রশ্নটি হবে অনুধাবন। 'কেন' অথবা অনুরূপ প্রশ্নবাচক শব্দ ব্যবহার করে প্রশ্নটি করুন (এ প্রশ্নের উত্তর পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যাবে, তবে তা নিজের ভাষায় লিখতে হবে)।

- তৃতীয় প্রশ্নটি হবে প্রয়োগের এবং এটি সূচনার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এই প্রশ্নটি এমনভাবে তৈরি করুন যাতে শিক্ষার্থী অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবনকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে উত্তরটি লিখতে পারে।
- চতুর্থ প্রশ্নটি হবে উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য। এই প্রশ্নটি এমনভাবে করুন যাতে শিক্ষার্থী প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়কে 'বিশ্লেষণ', 'সংশ্লেষণ' অথবা 'মূল্যায়ন' করতে পারে।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের নমুনা

১৯৯৮ সালের বন্যায় বাংলাদেশের প্রায় ৬০% ভূমি প্লাবিত হয়, যেখানে ২০০৪ সালের বন্যায় প্লাবিত হয় ২০.৭২%। মোট ক্ষয়ক্ষতির দিক থেকে অবশ্য ২০০৪ সালের বন্যা ১৯৯৮ সালের তুলনায় অধিক ভয়াবহ ছিল। ২০০৪ সালের বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করা হয় ৪২ হাজার কোটি টাকা কিন্তু ১৯৯৮ সালের বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করা হয়েছিল ১০.২ হাজার কোটি টাকা। যদিও চট্রগ্রাম এবং খুলনা অঞ্চল ২০০৪ সালের বন্যায় কবলিত হয়নি কিন্তু ঢাকা ও সিলেট অঞ্চল বন্যায় কবলিত হয়। বন্যায় ভয়াবহভাবে কবলিত হয় সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোনা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা।

১। বাংলাদেশের প্রায় ৬০% ভূমি প্লাবিত হয়েছিল কত সালের বন্যায়? ১

২। কেন ১৯৯৮ সালের বন্যার তুলনায় ২০০৪ সালের বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ বেশি ছিল? ২

৩। বাংলাদেশের একটি মানচিত্র অংকন করুন এবং তাতে ২০০৪ সালে বন্যা কবলিত অঞ্চল ও জেলাসমূহ দেখান। ৩

৪। বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের যথার্থতা বিচার করুন। ৪

পর্ব- খঃ নিজ নিজ শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন তৈরিকরণ

প্রশিক্ষকের নির্দেশে শিক্ষার্থীগণ ৪টি দলে বিভক্ত হবেন এবং প্রত্যেক দলের জন্য একজন দলনেতা নির্ধারণ করবেন। এবার প্রত্যেকে নিজ নিজ পাঠদানের বিষয়ের উপর একটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন। এরপর প্রশিক্ষণার্থীগণ পরস্পরের সাথে প্রশ্নপত্রটি বদল করবেন এবং প্রশ্নপত্রে কোন সমস্যা থাকলে তা চিহ্নিত করে ফেরত দিবেন। এবার দলনেতা অন্যান্য সকলের সহায়তা নিয়ে প্রশ্নগুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটি প্রশ্ন পোস্টার পেপারে লিখবেন এবং তা উপস্থাপনের জন্য একজনকে মনোনীত করবেন। এবার সকল শিক্ষার্থী যার যার আসন গ্রহণ করবেন এবং প্রত্যেক দলের উপস্থাপন মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। উপস্থাপন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশ্নপত্রের সবল ও দুর্বল দিকগুলোর উপর আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষক শুধু সহায়তাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন।

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ৪**

মূল শিখনীয় বিষয়
কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন প্রণয়ন

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন প্রণয়ন

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো দৃশ্যকল্প প্রশ্নের সূচনা হিসেবে লিখুন। পাঠ্যবইয়ের কোন অংশ সরাসরি তুলে দেয়া যাবে না। এবার দৃশ্যকল্পকে ভিত্তি করে প্রশ্ন প্রণয়ন করুন।

- প্রথম প্রশ্নটি হবে স্মৃতিনির্ভর। এই প্রশ্নটি এমনভাবে করুন যাতে শিক্ষার্থী স্মৃতিকে ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তক থেকে উত্তরটি দিতে পারে।
- দ্বিতীয় প্রশ্নটি হবে অনুধাবন। 'কেন' অথবা অনুরূপ প্রশ্নবাচক শব্দ ব্যবহার করে প্রশ্নটি করুন (এ প্রশ্নের উত্তর পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যাবে, তবে তা নিজের ভাষায় লিখতে হবে)।
- তৃতীয় প্রশ্নটি হবে প্রয়োগের এবং এটি সূচনার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এই প্রশ্নটি এমনভাবে তৈরি করুন যাতে শিক্ষার্থী অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবনকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে উত্তরটি লিখতে পারে।
- চতুর্থ প্রশ্নটি হবে উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য। এই প্রশ্নটি এমনভাবে করুন যাতে শিক্ষার্থী প্রাসঙ্গিক কোন বিষয়কে 'বিশ্লেষণ', 'সংশ্লেষণ' অথবা 'মূল্যায়ন' করতে পারে।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের নমুনা

(১) ১৯৯৮ সালের বন্যায় বাংলাদেশের প্রায় ৬০% ভূমি প্লাবিত হয়, যেখানে ২০০৪ সালের বন্যায় প্লাবিত হয় ২০.৭২%। মোট ক্ষয়ক্ষতির দিক থেকে অবশ্য ২০০৪ সালের বন্যা ১৯৯৮ সালের তুলনায় অধিক ভয়াবহ ছিল। ২০০৪ সালের বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করা হয় ৪২ হাজার কোটি টাকা কিন্তু ১৯৯৮ সালের বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করা হয়েছিল ১০.২ হাজার কোটি টাকা। যদিও চট্রগ্রাম এবং খুলনা অঞ্চল ২০০৪ সালের বন্যায় কবলিত হয়নি কিন্তু ঢাকা ও সিলেট অঞ্চল বন্যায় কবলিত হয়। বন্যায় ভয়াবহভাবে কবলিত হয় সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোনা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা।

১। বাংলাদেশের প্রায় ৬০% ভূমি প্লাবিত হয়েছিল কত সালের বন্যায়? ১

২। কেন ১৯৯৮ সালের বন্যার তুলনায় ২০০৪ সালের বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ বেশি ছিল? ২

৩। বাংলাদেশের একটি মানচিত্র অংকন করুন এবং তাতে ২০০৪ সালে বন্যা কবলিত অঞ্চল ও জেলাসমূহ দেখান। ৩

৪। বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের যথার্থতা বিচার করুন। ৪